

Living the Lotus 6

2024
VOL. 225

Buddhism in Everyday Life



2024 Northern California Cherry Blossom Festival
Rishso Kosei-kai Members in North America
Participate in the Grand Parade in San Francisco

Living the Lotus
Vol. 225 (June 2023)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rishso Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিসসো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনের শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিসসো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানান্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিবর।

প্রশান্ত চিত্তে বাঁচা

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্সো কোসেই-কাই।



যদি এভাবে বাঁচতে পারতাম

সবুজ পাতা বৃষ্টিতে ধুয়ে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠার ঋতু আসছে শীঘ্রই। যদিও বৃষ্টিতে আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের হৃদয়ে স্যাঁতসেঁতে এবং বিষণ্ণ অনুভূতি হতে পারে, তবুও আমরা চাই আমাদের হৃদয় অন্তত প্রফুল্ল থাকুক।

সেদিন আমি একটা চমৎকার গীতসংহিতা দেখেছিলাম। কবি শুন্তারো তানিকাওয়া ইংরেজিতে অনুবাদিত "ধর্মপদ" গ্রন্থ থেকে সহানুভূতি অনুভব করার মতো শব্দগুলিকে জাপানি ভাষায় স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করেছিলেন। আসুন, তাদের মধ্যে একটি আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

শান্তভাবে

কেবল ভোগের অশেষায় ছুটছে যে জন,
সুখের বদল দুঃখে কাটে তার সারা জীবন।
নিজ পছন্দে প্রশ্রয়িত হলে, দুঃখমুক্তি নাই মিলে।
যার কাছে নেই কোনো হারানোর ভয়,
মনে তার সর্বদা আনন্দধারা প্রবাহিত হয়।
ক্রোধ মনের দ্বারকে করে অবরুদ্ধ, অহংকার হৃদয়কে করে সংকীর্ণ।
তাই মনকে করো প্রশান্ত,
করো দ্বিধামুক্ত, কোমল, প্রফুল্ল ও শান্ত।
("সুস্থ, শান্ত, কোমল" কোসেই প্রকাশনা)

বইয়ের প্রচ্ছদটিতে কেবল "আমি যদি এভাবে বাঁচতে পারতাম" এরূপ লেখা আছে, এবং এটি একদম সঠিক বলে মনে করি।

শান্ত, উদাসীন, কোমল এবং সুস্বাস্থ্যের সাথে যদি বাঁচতে পারি তবে সত্যিকারভাবে মন সর্বদা পরিষ্কার এবং প্রফুল্ল থাকবে। বন্দীত্ব, বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে



শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হবো, এতে কোনো সন্দেহ নাই।

বুদ্ধ, আমাদেরকে প্রশান্তির অবস্থায় নিয়ে যেতে "প্রচেষ্টা" সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব, প্রচেষ্টার অনুশীলনের মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করা যায় বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু, সেই প্রচেষ্টা বলতে বিশেষত কোন বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে?

আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে

বৌদ্ধধর্মকে "সর্বোত্তম শিক্ষা" বলা হয় এবং যার পর নাই বিশ্বয়কর শিক্ষা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আমরা কেবল কৃতজ্ঞতার সাথে এর উপাসনা করি না, বরং যতই শিখি না কেন শিক্ষার কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই এই বিশ্বাসের সাথে আমাদের মনোজমিনের আবাদ করার পাশাপাশি, যা শিখেছি তা দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করে যাই। এটাই আমাদেরকে শান্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা বলে আমি মনে করি।

ধর্ম বলতে, নিজের গৃহীত ক্রিয়াকলাপ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলেই এর অর্থ থাকে, তাই দয়া, সহানুভূতি, প্রফুল্লতা এবং উষ্ণ অভ্যর্থনার মতো শিক্ষাগুলি দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে প্রতিটি প্রয়োগ করাই হলো প্রচেষ্টা এবং এই জাতীয় মুহূর্তগুলির সঞ্চয় আমাদের শান্তিপূর্ণ দিনগুলি বয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু, "শিক্ষা গ্রহণ করেছেন," বললেও, কোন মনোভাব নিয়ে শিক্ষাগুলোকে প্রতিদিনের অনুশীলনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে তা নিয়ে মানুষের মনে বিভ্রান্তি থাকতে পারে হয়তো। আমি আদর্শ ব্যক্তি এবং "এভাবে বাঁচতে চাই" বা "এরকম হতে চাই" এরূপ "আকাঙ্ক্ষা" এর উপর নির্ভর করে মানুষ যে যার মতো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করি।

উদাহরণস্বরূপ, নিজের দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে সুস্থভাবে কাজ করাও একটি দান 'শ্রমদান' এর মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, এবং যদিও অন্যকে বিরক্ত না করে কেউ বাঁচতে পারে না, তবে যতটা সম্ভব ঝামেলা না করার মতো বিনয়ী হওয়াও প্রচেষ্টানুশীলনের মধ্যে একটি। পেশাগত কাজ তো অবশ্যই, দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজ যেমন রান্না, কাপড় ধোয়া এবং শিশু-লালন-পালনের মতো কাজগুলিতে সর্বদা কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দের সাথে নিযুক্ত থাকাও একটি মহৎ প্রচেষ্টা। অন্য কথায়, আত্মোন্নতির কামনা নিয়ে, সেই আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রতিটি দিন বেঁচে থাকাও প্রত্যেকের স্বীয় 'প্রচেষ্টা'। এটি আনন্দ এবং মনের শান্তি নিয়ে আসে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তবে কখনও কখনও হৃদয় প্রফুল্ল থাকে না এমন দিনও আসে। সেই সময়, তোওই ইয়োশিও মহোদয়ের লেখা কথাগুলি "এমনকি যদি বৃষ্টিও হয়, অভিযোগ করো না। বৃষ্টির দিনে, বৃষ্টির উপযোগী বাঁচার উপযুক্ত উপায় রয়েছে" থেকে শিক্ষা নিয়ে, আসুন, যখন কিছু ভালো লাগে না তখন নতুন করে বাঁচার উপায় আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। সেই দিনটি, অবশ্যই একটি শান্ত এবং মনোরম দিন হবে।

কোসেই, জুন ২০২৪ইং।



কাটুন, রিসসো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

সদস্যপদ গ্রহণ করলে

পূর্বপুরুষদের গুরুত্ব দেওয়া

বুদ্ধের আসনে পূর্বপুরুষদের স্মারকের মাধ্যমে সমস্ত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে বন্দনা নিবেদন এবং সদস্য হিসেবে ধর্মানুশীলনের প্রক্রিয়া উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি প্রকাশ করে।

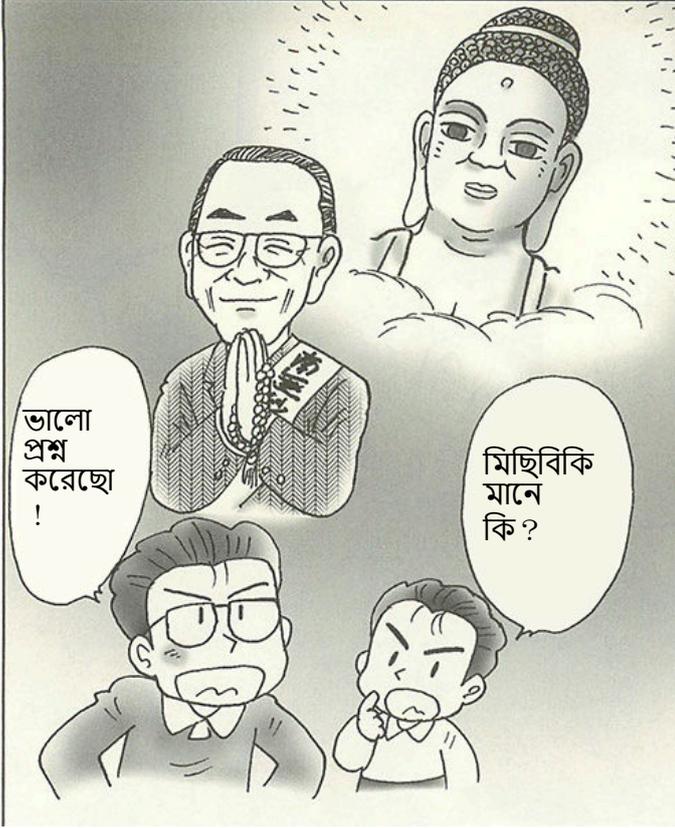
আমাদের প্রত্যেকেরই কেবল আমাদের পিতামাতা নয়, আমাদের পিতামাতার পিতামাতা এবং তাদের

পিতামাতাও রয়েছে..... এমন অসংখ্য পূর্বপুরুষ আছে, তাদের সবার আশীর্বাদে আজ এখানে আছি। একদিন আমাদেরকেও পূর্বপুরুষ বলে ডাকা হবে। এভাবেই জীবন জড়িয়ে আছে। আমরা এখন যে বেঁচে আছি এটাও খুব বিস্ময়কর ব্যাপার।





ধর্ম শেয়ার করা (মিছিবি কি)



বুদ্ধের ধর্ম ছড়িয়ে দিয়ে এবং অনুশীলনকারী লোকের সংখ্যা বাড়লে, সুখী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে এবং সমাজ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেই লক্ষ্যে, "ধর্ম" শিক্ষাগুলি ছড়িয়ে দেওয়া এবং ধর্মের আলোকে জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করা দরকার।

এছাড়াও, ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে অন্যদের সাথে কথা বলার মাধ্যমে, যা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেন না তা উপলব্ধি করতে পারেন এবং বুদ্ধের ইচ্ছা এবং কার্যকারীতা উপলব্ধি করতে পারেন।

"মিছিবি কি" মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, উজ্জ্বল বিশ্ব বিনির্মাণের জন্য একটি মহৎ কাজ, যা নিজে ধর্মকে বোঝার এবং নিজেকে বিকশিত করার গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন।



দায়িত্ববান ব্যক্তি বুদ্ধের কাছ থেকে পাওয়া দায়িত্ব

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই





এমন "পরার্থপর" কাজগুলি কেবল অন্যদের উপকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি অবশ্যই "আত্মোপকার" অর্থাৎ নিজের উপকারেও আসে। এর কারণ, এই ধরনের পরার্থপর কাজগুলি সঞ্চিত হওয়ার মাধ্যমে, নিজের ব্যক্তিত্বকে আরো একধাপ বিকশিত করা যায়।

ক্যুওকাই বা ধর্মচর্চাকেন্দ্রের "দায়িত্ব"ও তদ্রূপ, যেমন যদি এটি একটি সাধারণ "দায়িত্ব"ও হয়, এটি ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারলে তখন একটি অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভূত হয়। এর কারণ, "দায়িত্ব" পালন করতে গিয়ে আমরা বুদ্ধের "আশীর্বাদগুলি" দৃঢ়ভাবে অনুভব করতে পারি। শুধু তাই নয়, সেই "দায়িত্ব" মানুষের কাছে সর্বোত্তম আদর্শ তথা বুদ্ধের অবস্থানের কাছাকাছি যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপ। এজন্য আমি জোড় গলায় বলতে চাই "দায়িত্ব দ্বারা উপকার সাধিত হয়, এবং দায়িত্ব হলো বুদ্ধত্ব লাভের সোপান"।

যাহোক, প্রকৃত সমস্যা হিসেবে, "দায়িত্ব"কে ঝামেলাপূর্ণ মনে করে এমন মানুষ আর "এত বড় দায়িত্ব আমার দ্বারা হবে কিনা" এরূপ ভেবে দূরে সরে যাবার মতো মানুষও আছে নয় কি? কিন্তু "এটি বুদ্ধ কর্তৃক দেওয়া একটি দায়িত্ব" বলে আনন্দের সহিত গ্রহণ করলে সেখানেই ধর্মবিশ্বাসের আশীর্বাদ নিহিত থাকে। বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস রেখে "যে কোনো দায়িত্ব, শত বাঁধা বিপত্তি সত্ত্বেও পালন করবো" এরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিই নিশ্চিতভাবে পরিত্রাণ লাভ করে।

জেন ধর্মগুরু দোওগেন মহোদয় বলেছেন:

"আজকাল লোকেরা বলে, যা করা সহজ তাই করুন; এই বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক নয়। এটি বৌদ্ধ ধর্মের সাথে মানানসই নয়"। যা করা সহজ তা করাই উত্তম বিষয়টি বৌদ্ধ পথের সাথে উপযুক্ত নয় এমন একটি ধারণা পাওয়া যায়।

"নিজের পক্ষে করা সম্ভব নয়" বলে মনে হয় এমন "দায়িত্ব" নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করাই "বৌদ্ধ পথের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ" বলে এতে সত্যিকারের পুণ্য অর্জিত হয়। যাহোক, সকলে জেন মাস্টার দোওগেনের কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন এই প্রত্যাশা রাখি।

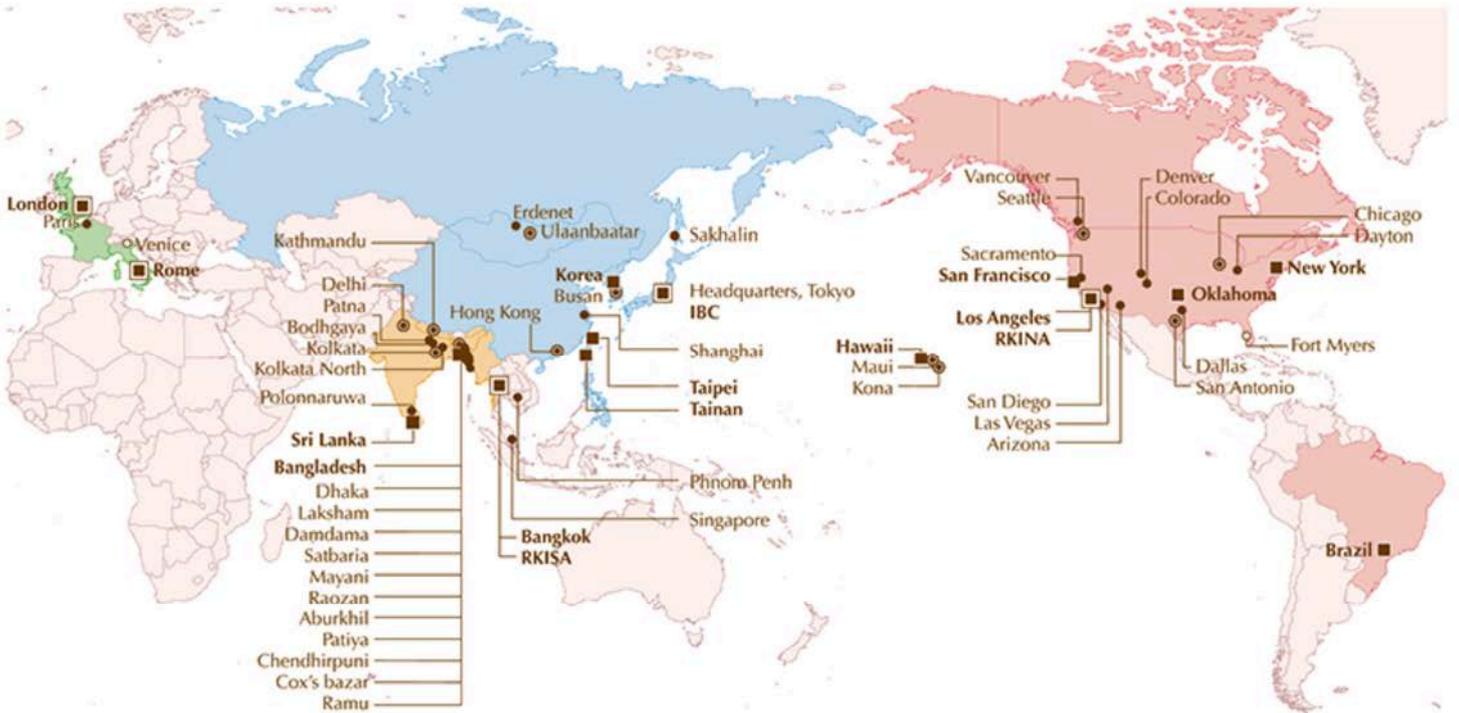
নিক্কিও নিওয়ানো বাণী সংগ্রহঃ ১ 『বোধি বীজকে জাগরিত করা』 পৃ.৫২-৫৩

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter



🌸 A Global Buddhist Movement 🌸



Information about
local Dharma centers

facebook

twitter



✉ We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp